যুগান্তর

তারিখ 27 JUN 2008
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনা

শাহনেওয়াজ

শিক্ষা খাতে বেশি অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে সরকারি বাজেটের প্রায় ১৫ শতাংশ অর্থ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৪৫ শতাংশ বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে ১০টি বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে। উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য দেশের যেসব উপজেলায় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নেই, এরকম ৩০৬টি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে একটি মডেল স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ৬৩টি উপজেলায় মডেল স্কুল নির্বাচন করা হয়েছে।

জানা গেছে, দেশে এমপিওভুক্ত নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৫ হাজার ৪৯৮টি। আর মাদ্রাসার সংখ্যা ৭ হাজার ৩৪৬টি। চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্য শুধু অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ হাজার ৮৮৯ কোটি ২৫ লাখ ৮ হাজার টাকা। এর মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর ১১১ কোটি ৭ লাখ ৭০ হাজার টাকা। সরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোর জন্য ২৩৮ কোটি ৩৮ লাখ ৭৪ হাজার টাকা। সরকারি মহাবিদ্যালয়গুলোর জন্য ৪৯৮ কোটি ৩৪ লাখ ৫ হাজার টাকা। সরকারি মাদ্রাসাগুলোর জন্য ৪ কোটি ২৬ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ৬ কোটি ৬৬ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ৩ হাজার ৭৬০ কোটি ৪২ লাখ ২২ হাজার টাকা। চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৫ হাজার ১৯০ কোটি ৪৮ লাখ ৪ হাজার টাকা। সংশোধিত বাজেটে ২ লাখ কমে গেছে।

জানা গেছে, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য যে ক'টি ইন্সটিটিউট রয়েছে তাতে ৫ কোটি ৬৫ লাখ ৯১ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের জন্য ২ কোটি ৬৭ লাখ ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ২ কোটি ৫০ লাখ ৮২ হাজার টাকা। চলতি অর্থবছরের তুলনায় মাত্র ৪১ লাখ টাকা বেশি। তবে সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৬ লাখ টাকা বেশি। শিক্ষার জন্য সরকারের ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটের মোট ১২ দশমিক ১ শতাংশ বরাদ্দ রয়েছে অনুন্নয়ন খাতে। আর ১২ দশমিক ৮ শতাংশ বরাদ্দ রয়েছে উন্নয়ন খাতে। শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসিত ছাড়াও অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়, যা কখনও কখনও সাহায্য মঞ্জুরি, গবেষণা মঞ্জুরি কিংবা বই-পুস্তক মঞ্জুরি হিসেবে পরিচিত।

আগামী ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা হল : ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ১ কোটি ৮৫ লাখ টাকা। গত বছর একই পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। বরং সংশোধিত বাজেটে ৫ লাখ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় গবেষণামূলক শিক্ষকতায় বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে ৮ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। গত বছরের বাজেটে একই পরিমাণ বরাদ্দ ছিল। বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ডের জন্য বই-পুস্তক মঞ্জুরি বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য বিশেষ মঞ্জুরি হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১ কোটি টাকা। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৭ লাখ টাকা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে ৭৬ লাখ টাকা। বাংলাদেশ স্কাউটসকে ৫৩ লাখ টাকা। গার্লস গাইড এসোসিয়েশনকে ৫১ লাখ টাকা। খুলনা পাবলিক কলেজকে ১ কোটি ১৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা। শিক্ষা সপ্তাহের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩৫ লাখ টাকা। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২ কোটি ১২ লাখ টাকা।

জানা গেছে, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের জন্য ১১১ কোটি ৭ লাখ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬২ লাখ টাকা।

রাজস্ব বাজেট থেকেও উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে আগামী অর্থবছরে। এর মধ্যে অন্যতম রয়েছে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে বেসিক ট্রেড কোর্স চালুকরণ কর্মসূচি। এর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৪ কোটি ২০ লাখ ২৫ হাজার টাকা।